বোলপুর শান্তি-নিকেতন।

আমার প্রিয় সুহৃদ্ সুকুমারের একান্ত অনুরোধে শান্তিনিকেতন দেখিবার নিমিত্ত গত ১৮ই ডিসেম্বর বৈকালে মোকামা প্যাসেঞ্জারে বোলপুর যাত্রা করি। রাত্রি ৯ঘটিকার সময় বোলপুরে পৌছিয়া সুকুমারের সহিত তাহাদের বাসায় যাই। আহারান্তে নিদ্রিত হইয়া পড়ি। পরদিন প্রাতে বোলপুর সহরটী ঘুরিয়া বেড়াই। সহরটী মোটের উপর মন্দ নয়। বৈকালে আমরা দুই জনে হাঁটিয়া শান্তিনিকেতন দেখিতে যাই। শান্তিনিকেতন বোলপুর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বোলপুর ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন যাইবার রাস্তাটি বেশ ভাল। বোলপুরের অন্যান্য রাস্তাগুলির ন্যায় ধূলিপূর্ণ নহে। সেদিন শান্তিনিকেতন মোটামুটি দেখিয়া আসি। পর দিন বৈকালে আমরা চারি জন একত্রে সাইকেলে শান্তি নিকেতনে যাই। আমাদের মধ্যে একজন শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। তিনি আমাদিগকে শান্তিনিকেতনের সমস্ত বিশেষভাবে দেখাইয়া দেন।

শান্তিনিকেতনের রাস্তাগুলি বেশ ভালই। বৃক্ষলতার প্রাচুর্য্য হেতু স্থানটি বড়ই রমণীয় হইয়াছে। প্রথমে গিয়াই "Art gallery" দেখি। তাহার এক দিকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করে। তাহাদের অঙ্কিত কতকগুলি ছবি ও তাহাদের নির্ম্মিত কতকগুলি পুতুল দেখিলাম। সে সকল ছবি ও পুতুল ছাত্রদের নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অপর দিকে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দেশ-বিদেশে ভ্রমণ কালে যে সকল উপহার পাইয়াছেন সেগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। সেই গুলি দেখিয়া দেশ বিদেশের কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত Music Class হয়। ঐ সময় যে কেহ বাহির হইতে গীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিতে পারে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে সকল প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। তথাকার ছাত্রেরা বিশ্ব-প্রেমিক হইবার শিক্ষা পাইয়া থাকে।

সেখানে একটী "বাংলা" আছে। বিদেশীয় কেহ গিয়া থাকিতে পারেন। ভদ্রমহোদয়দিগের থাকিবার বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। একটী উপাসনা-গৃহ আছে। তথায় শান্তি নিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীরা প্রত্যহ উপাসনা করিয়া থাকে। শান্তিনিকেতনে Co-operative Store আছে। এই Co-operative toreটী থাকায় শান্তিনিকেতনের লোকদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছে। শান্তিনিকেতনে Tennis, Badminton ও Hockey প্রভৃতি খেলার সুবন্দোবস্ত আছে।

বালিকাদের জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত আছে। তাহাদের একটা পৃথক্ Hostel আছে। তাহাদেরও খেলিবার বন্দোবস্ত আছে।

শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বাড়ীটিতে থাকেন সেই বাড়ীটির চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃক্ষ থাকায় বাড়ীটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ঐ স্থানটুকু নিয়তই পুষ্পগন্ধে আমোদিত হইয়া থাকে।

ঐ ছোট স্থানটীর মধ্যে সমস্তই আছে। এমন কি Post ও Telegraph Officeও আছে। শান্তি-নিকেতন নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ। কোন আবশ্যকীয় দ্রব্যের নিমিত্ত শান্তিনিকেতনের বাহিরে যাইতে হয় না, শান্তি-নিকেতনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

শান্তি-নিকেতনে Norway, America প্রভৃতি ভারতবর্ষের বাহিরের অনেক দেশের লোকই আছেন। শান্তিনিকেতনে Electricএর বন্দোবস্ত আছে। শান্তি-নিকেতনে জল অনেক নীচে বলিয়া Oil-Engine দ্বারা জল তোলা হয়। শান্তি-নিকেতনের সমস্তই সহরের ন্যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। শান্তি নিকেতন বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ; মধ্যে মধ্যে একখানি গৃহ। ইহাই শান্তি-নিকেতনের রমণীয়তার প্রধান কারণ।

বাস্তবিকই শান্তি-নিকেতনের মধ্যে প্রাণ আছে বলিয়া বোধ হয়। বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় এক দৃশ্য—সমগ্র শান্তি-নিকেতন আলোকোজ্জ্বল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর এক দৃশ্য—অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম কিরণ বৃক্ষের পাতাগুলির মধ্য দিয়া গৃহগাত্রে ও ক্ষেত্রের উপর পড়িয়া গৃহ ও ক্ষেত্রগুলিকে রক্তিম আভায় মণ্ডিত করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় আর এক দৃশ্য—এবড় ভয়ানক দৃশ্য।

আলোক ও আঁধারের সন্ধিস্থল। ঠিক যেন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থল। হয়ত বা মানবকে সেই শেষ মূহূর্ত্তের কথা—এটা মটির দেহ মাটিতে মিশিয়া যাইবে এই কথা, মনে করাইয়া দিতে দিন-রাতের মধ্যে একটিবার করিয়া আসে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন কবিত্বময় ও প্রকৃত শান্তির আগার। বঙ্গদেশের মধ্যে এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে আছে একথা ভাবিতেও গৌরব বোধ হয়। শান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিলে স্বতঃই করপুট যুক্ত হয় এবং বঙ্গমাতার উদ্দেশ্যে ও সেই অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর যিনি এই শান্তি-নিকেতন সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবার বাসনা হয়। আর মনে হয় তাঁহার রাজ্যে এমন সুন্দর শান্তি-নিকেতন থাকিতে পারে,না জানি সেই পরম পুরুষ বিশ্বস্রষ্টা আরও কত সুন্দর!

৭ই পৌষ শান্তি-নিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের দিন। ঐ দিন শান্তি নিকেতনে মেলা বসে এবং নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। উক্ত দিবস বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দর্শনার্থে লোক আসিয়া থাকে।

প্রতি বৎসর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় নিজে উপস্থিত থাকিয়া উৎসব কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবৎসর তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বাৎসরিক উৎসব দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাড়ীতে বিশেষ প্রয়োজন থাকায় ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই বোলপুর হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হই।

শ্রীজহর লাল ঘোষ,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী,
বিজ্ঞান বিভাগ, D শাখা।